সমকাল

তারিখ 13 JUN 2016
পৃষ্ঠা ১৯ কলাম

প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত বিজি প্রেসের আরও ৮ কর্মকর্তা-কর্মচারী

■ সমকাল প্রতিবেদক

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রশ্ন ফাঁস চক্রে সরকারি মুদ্রণালয়ের (বিজি প্রেস) মুদ্রণ শাখার অন্তত আটজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী জড়িত থাকার তথ্য পেয়েছে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি)। এ চক্রে স্কুল-কলেজের শিক্ষকসহ কোচিং সেন্টারের কয়েকজন মালিকও জড়িত। এ ঘটনায় গ্রেফতার নয়জনকে একদিনের রিমান্ডে এনে জিজ্ঞাসাবাদ করে এসব তথ্য পেয়েছে ডিবি। গ্রেফতারকৃতদের মধ্যে একজন কলেজ শিক্ষকও রয়েছেন। আল-আমিন নামে ওই ব্যক্তি নারায়ণগঞ্জের একটি কলেজের রসায়নের শিক্ষক।

ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশের সহকারী কমিশনার মাহমুদ নাসের জনি সমকালকে বলেন, প্রশ্ন ফাঁস চক্রে বিজি প্রেসের কয়েকজন কর্মকর্তা ও কর্মচারী রয়েছে। এর বাইরে স্কুল-কলেজের শিক্ষকসহ কোচিং সেন্টারের কয়েকজন মালিকের বিষয়ে তথ্য পাওয়া গেছে। তাদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

গত বুধবার রাজধানীর তেজগাঁও শিল্পাঞ্চলের সাতরাস্তা মোড়-সংলগ্ন ভূমি রেকর্ড ও জড়িপ অধিদপ্তরের কার্যালয়ের সামনে থেকে প্রশ্ন ফাঁস চক্রের নয়জনকে গ্রেফতার করা হয়। মামলার তদন্ত-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, দীর্ঘদিন ধরে অনলাইনে ভুয়া বা আংশিক প্রশ্নপত্র দিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছিল দুটি প্রতারক চক্র। বিজি প্রেসের ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৮

প্রশ্ন ফাঁসে জড়িত

[১৯ পৃষ্ঠার পর]

কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা প্রশ্ন বের করার চেষ্টা করত। সফল হলে পুরো প্রশ্নই চক্রের হাতে তুলে দিত। এটি সম্ভব না হলে প্রশ্ন মুখস্ত করে ফাঁস করত। চক্রটি সাধারণত পরীক্ষার এক ঘণ্টা আগে ফেসবুক, ইমো ও হোয়াটস অ্যাপের মাধ্যমে প্রশ্ন সরবরাহ করত। প্রশ্ন দেওয়ার আগে চক্রটি বিকাশের মাধ্যমে ১০ থেকে ১৫ হাজার টাকা নিত।